TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN
ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ▫ আগরতলা ▫ পশ্চিম ত্রিপুরা ▫ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　তারিখ ঃ

প্রেস রিলিজ

মেয়েদের সুরক্ষায় ত্রিপুরা বিবাহ নথীভুক্তকরণ আইন, ২০০৩ : মহিলা কমিশন

আমাদের দেশে বিবাহ একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত, একজন নারী ও একজন পুরুষের মধ্যে সামাজিক বিধিসম্মত বিবাহকে ভারতীয় সংস্কৃতিতে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপক অবমাননা ঘটতে দেখা যাচ্ছে। বিবেকবর্জিত পুরুষদের মধ্যে বিবাহকে অস্বীকার করার প্রবণতা এবং এর ফলে মেয়েদের এবং তাদের শিশু সন্তানের অসহায়তা লক্ষ্য করেই সুপ্রীম কোর্ট ভারতবর্ষের সব রাজ্যকে বাধ্যতামূলক বিবাহ নিবন্ধীকরণ আইন প্রণয়ন করার নির্দেশ দেয়।

এদিক থেকে ত্রিপুরা সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক সুদূরপ্রসারী। কারণ ত্রিপুরায় বিবাহ লিপিবদ্ধকরণ আইনের প্রণয়ন এবং প্রয়োগ হয়েছে সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ পাবার আগেই। ত্রিপুরা বিবাহ নথীভুক্তকরণ আইন, ২০০৩ (The Tripura Recording of Marriage Act, 2003) রাজ্যে লাগু হয়েছে ২০০৪-এর ১লা অক্টোবর থেকে। কিভাবে আইনটি প্রয়োগ করা হবে সে বিষয়ে বিধান তৈরী করে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে ২০০৬-এর ফেব্রুয়ারীতে। ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ বিচারালয়, সুপ্রীম কোর্ট, ২০০৬-এ দেশের সব রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেয় যে ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের জন্য বিবাহ নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক করে অবিলম্বে আইন পাস করে তা নিজের নিজের রাজ্যে প্রয়োগ করার জন্য। কিন্তু এই নির্দেশের পরেও বেশ কিছু রাজ্যে বাধ্যতামূলক বিবাহ নিবন্ধীকরণ আইনটি সন্তোষজনক না হওয়ার ২০০৭ সালে সুপ্রীম কোর্ট আবার রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দেয় তিন মাসের মধ্যে সংশোধিত আকারে আইন পাশ করে রাজ্যে লাগু করার জন্য।

রাজ্যগুলিকে বাধ্যতামূলক বিবাহ নিবন্ধীকরণ আইন করার জন্য সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ এবং ত্রিপুরা সরকারের বাধ্যতামূলক বিবাহ নথীভুক্তকরণ আইন প্রণয়ন করার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল মেয়েদের স্বার্থ রক্ষা করা। বাল্য বিবাহ এবং এক ব্যক্তির একাধিক বিবাহ প্রতিরোধ, স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ এবং আশ্রয় পাবার অধিকার, সন্তানের উপর মায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মেয়ে পাচার

23/12/09
Member Secretary
Tripura ... Commission for Women

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ▫ আগরতলা ▫ পশ্চিম ত্রিপুরা ▫ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ তারিখ ঃ

প্রতিরোধ, ইত্যাদির জন্যই এই আইন প্রণীত হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল যাদের সুরক্ষার জন্য এই আইন তারা এ বিষয়ে এখনও একেবারেই নির্লিপ্ত। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে কমিশন দেখেছে যে আইনটি সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানেননা।

ত্রিপুরা বিবাহ লিপিবদ্ধকরণ আইন অনুযায়ী ১লা অক্টোবর,২০০৪-এর পর যাদের বিবাহ হয়েছে তাদের মধ্যে স্বামী বা স্ত্রী কোন একজন অথবা তাদের হয়ে অভিবাবক বিবাহের দুই মাসের মধ্যে ম্যারেজ রেকর্ডার বা ম্যারেজ রিপোর্টার-এর অফিসে গিয়ে ৫ টাকা দিয়ে মেমোর‍্যান্ডাম অফ ম্যারেজ ফর্ম নিতে পারেন। প্রতিটি মহকুমাতে মহকুমা শাসক হচ্ছেন ম্যারেজ রেকর্ডার। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, নগর পঞ্চায়েত, পুরপরিষদ ও তহশীলে একজন করে ম্যারেজ রিপোর্টার আছেন।ম্যারেজ রেকর্ড করতে ইচ্ছুক স্বামী বা স্ত্রী নিজের এলাকায় ম্যারেজ রিপোর্টার অথবা ম্যারেজ রেকর্ডার অর্থাৎ মহকুমা শাসকের অফিসে গিয়ে ফর্ম নিতে পারেন। এই ফর্মটি পূরণ করে যেখান থেকে ফর্ম নিয়েছেন সেখানেই জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে নেবেন। রিপোর্টারকে মৌখিকভাবে বিবাহের কথা জানালে তিনিও রেকর্ডিং এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। ফর্মটি নির্ভুলভাবে পূরণ করে জমা দেওয়ার সাত দিন পরে ১০টাকা দিয়ে ম্যারেজ রেকর্ডার-এর কাছ থেকে ম্যারেজ সার্টিফিকেট নিতে হবে। এটাই বিবাহের প্রামাণ্য দলিল। বিবাহের দুইমাসের মাসের মধ্যে ম্যারেজ রেকর্ড না করলে ২০০ টাকা জরিমানা দিয়ে পরেও করা যায়। রেকর্ড করতে বিলম্বের সন্তোষজনক কারণ দেখিয়ে আবেদন করলে মহকুমা শাসক জরিমানা মকুবও করতে পারেন। বিবাহ রেকর্ডিং-এর জন্য ছেলের বয়স ২১ এবং মেয়ের বয়স ১৮ হতে হবে।

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন ত্রিপুরা বিবাহ রেকর্ডিং আইনটির সফল প্রয়োগের জন্য আইনের কিছুটা পরিবর্তন করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে ১৬ নভেম্বর, ২০০৮-এ একটি ওয়ার্কশপ করেছিল। সেখানে যে প্রস্তাবসমূহ এসেছিল সেগুলি ২২ নভেম্বর, ২০০৮-এ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কমিশন পাঠিয়েছে। কমিশনের পাঠানো প্রস্তাবসমূহের কয়েকটি হল :

Archana Bhattacharjee
Member Secretary
Tripura Commission for Women

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা ❑ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ তারিখ ঃ

ক) বিবাহের ষাট দিনের মধ্যে যদি কোন দম্পতি তাদের বিবাহ নথীভুক্ত করতে না পারে তাহলে ২০০ টাকা জরিমানা দেবার যে বিধান আছে তাকে শিথিল করা;

খ) বিবাহ রেকর্ড করার আবেদন পত্রে সামান্য কিছু ভুল আছে তা সংশোধন করা;

গ) বিবাহ নথীভুক্তকরণ সংসাপত্রে (সার্টিফিকেটে) উভয়পক্ষের অভিবাবকদের স্বাক্ষর থাকা ও দম্পতির ছবি থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়;

ঘ) কেন আইনটিকে বিবাহ নিবন্ধীকরণ আইন না বলে বিবাহ নথীভুক্তকরণ আইন বলা হয়েছে তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন কারণ এ নিয়ে কিছু বিভ্রান্তি জনমনে আছে;

ঙ) আইনটি বাধ্যতামূলক কিন্তু এর প্রয়োগ এখনও বাধ্যতামূলক করা যায়নি, এজন্য কমিশন প্রস্তাব দিয়েছিল যে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করার সময়, রেশন কার্ড বা বিপিএল কার্ড পাবার ক্ষেত্রে, বিবাহিত ব্যক্তির চাকরীর ক্ষেত্রে এবং রেগার কাজে ম্যারেজ রেকর্ডিং সার্টিফিকেট দেখানো বাধ্যতামূলক করলে এই আইনটির প্রণয়নে অনেকটাই সাফল্য আসতে পারে। কমিশন সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।

22-12-

Archana Bhattacharjee
Member Secretary
Tripura Commission for Women